সংবাদ

08 APR 2008

## ঢাবি সমাবর্তনে ২ ভাষাসৈনিককে সম্মাননা

# সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে বিশেষ কমিশন গঠনের আহ্বান

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন ভাষা শহীদদের জাতীয় বীরের মর্যাদা প্রদান এবং সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষক, ভাষাবিদ, রাজনীতিবিদ, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। দু'জন ভাষাসৈনিককে সম্মাননা জানানোর মধ্য দিয়ে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে এ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তনে ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন ও গাজীউল হককে সম্মানসূচক ডক্টর অফ ল'স ডিগ্রি প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো কোন ভাষাসৈনিককে সম্মানসূচক ডিগ্রি দেয়া হলো। গাজীউল হক অসুস্থ থাকায় তার পক্ষে তার ছেলে রাহুল গাজী ও পরিবারের অন্য সদস্যরা ডিগ্রি গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ।

সমাবর্তন বক্তৃতায় ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন তরুণ প্রজন্মকে উদ্দেশ করে বলেন, সমাজে কখনও কখনও বড় বড় কর্মের স্বীকৃতি জোটে আবার কখনো ওইসব কর্মের তেমন কোন স্বীকৃতি মেলে না। তাই বলে আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। আজ যারা তরুণ তাদের এগিয়ে আসতে হবে দেশমাতৃকার জন্য। দেশ থেকে শোষণ ও বৈষম্য দূর করার জন্য। প্রয়োজনে দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের দেশকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে আমরা পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।

ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন নিজের ডিগ্রি লাভ সম্পর্কে বলেন, এটা আমার স্বীকৃতি নয়, ভাষা আন্দোলনের স্বীকৃতি, বাংলা ভাষার স্বীকৃতি। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলনে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বাররা রক্ত দিয়েছিলেন। তাদের জাতীয় বীর হিসেবে মর্যাদা দেয়া উচিত। শহীদদের সম্মান করার অর্থ হচ্ছে জাতিকে, জাতীয় ঐতিহ্যকে সম্মানিত করা।

তিনি বলেন, এখনও সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ভাষাবিদ, রাজনীতিবিদ, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করার আহ্বান জানান। তাদের রিপোর্ট ও সুপারিশের ভিত্তিতে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার প্রয়োজনীয় ও যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বলেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিকতার কথা বিবেচনা করে মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাকেও

আহ্বান : পৃঃ ২ কঃ ৭

### আহ্বান : গঠনের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি বলেন, দেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট প্রবল না হলেও উদ্বেগজনক। এ অবস্থায় শিক্ষা ব্যয় বাড়ছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন থেকে অনেকগুলো সম্ভাবনাময় বছর ঝরে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মঘণ্টারও বিপুল অপচয় ঘটছে। তাই জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সমাবর্তনে উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ, প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, সিন্ডিকেট সদস্য, সিনেট সদস্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, কূটনৈতিক মিশনের প্রধান, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সমাবর্তনে ভাষাসৈনিক গাজীউল হকের ভাষণ পড়ে শোনান রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান।

শোভাযাত্রার মাধ্যমে সমাবর্তনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। সকাল ১০টায় কার্জন হল প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রাটি বের হয়। দোয়েল চত্বর হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে গিয়ে তা শেষ হয়। পরে জাতীয় সঙ্গীত ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ শেষে চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সমাবর্তনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এ বছর ৩ হাজার ৮৮৫ জনকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২৪ জনকে পিএইচডি ও ২৯ জনকে এমফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। এ বছর ৫২ জন শিক্ষার্থীকে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ৬৭টি পদক দেয়া হয়েছে।